[redacted]

[redacted] (2) [redacted]

[redacted]
[redacted]

[redacted]

[redacted] (2) [redacted]

[redacted]

পাশের মসজিদের মুয়াজ্জিন ছিলেন। গেল বছরের ৩ সেপ্টেম্বর সকালে গোরস্থানের পাশে কাজ করছিলেন বৃদ্ধ ছহির উদ্দীন। এসময় মুখে কালো মুখোশপরা দুই জন দুর্বৃত্ত ধারাল অস্ত্র দিয়ে তাকে এলোপাথাড়ি কুপিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যায়। সংবাদ পেয়ে গাংনী থানা পুলিশের একটি দল মরদেহ উদ্ধার করে মর্গে পাঠায়।

গাংনী থানা পুলিশ দির্ঘদিন তদন্ত শেষে মামলাটি গত ১৫/১১/২০২০ তারিখে পিবিআইকে হস্তান্তর করে।
পিবিআই এর এসআই শরিফুল ইসলাম মামলাটির তদন্তভার গ্রহণ করেন। গোপন তদন্তে শুকুর আলীর ছেলে খোকন(৩৭) এ হত্যাকান্ডে জড়িত প্রমাণ পেয়ে গত ১১ এপ্রিল তাকে নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে পিবিআই। তার স্বীকারোক্তি মোতাবেক হত্যাকান্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে ইন্দাদুল হককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

তদন্তকারী কর্মকর্তা আরো জানান, ছহির উদ্দীন মাদ্রাসা, গোরস্থান ও ঈদগাহের দেখভালের কাজ করতেন। একই সঙ্গে মাদ্রাসার পাশের মসজিদের মুয়াজ্জিন ছিলেন। তাছাড়া তিনি ওই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন। তিনি জিবীত থাকাবস্থায় কেউ নতুন করে সেখানে নিয়োগ পাবেন না আবার ওই প্রতিষ্ঠানের অর্থ অপচয় করতে পারতেন না। ইন্দাদুল হক ওই প্রতিষ্ঠানের আম বাগান লীজ নিতে চেয়েছিলেন। ছহির উদ্দীনের কারণে সেটা সম্ভব হয়নি। এতেই রাগান্বিত হয়ে তাকে খুন করা হয়েছে। এমনই তথ্য জানিয়েছে গ্রেপ্তারকৃত ইন্দাদুল হক।

ভৈরব নদের খননকৃত মাটি বিক্রির দায়ে এক ব্যক্তির ৫ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুর সদর উপজেলার চকশ্যামনগর-বন্দরের মাঝামাঝি স্থানে ভৈরব নদের খননকৃত মাটি বিক্রি করার অভিযোগে ঝন্টু (২৮) নামের এক ব্যক্তির নিকট থেকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

রবিবার সকালের দিকে চকশ্যামনগর-বন্দরের মাঝামাঝি স্থানে

ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে ঝন্টুর জরিমানা করা হয়। ঝন্টু মেহেরপুর সদর উপজেলার চকশ্যামনগর গ্রামের মতিয়ার রহমানের ছেলে।

জানাগেছে, মেহেরপুর ভৈরব নদ খননকৃত মাটি পার্শ্ববর্তী স্থানে জমিয়ে রাখা হয়েছিল, ওই মাটি ঝন্টু নামের এক ব্যক্তি বিক্রি করছে, এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ইয়ানুর রহমানের নেতৃত্বে সেখানে অভিযান চালানো হয়।

এ সময় বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন ২০১০ ধারায় ঝন্টুর নিকট থেকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং মাটিকাটা মেশিনটি (এস্কেভেটর) জব্দ করে স্থানীয় ইউপি সদস্য দরুদ আলীর জিম্মায় দেওয়া হয়।

শৈলকুপায় পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে যুবকের ঝুলন্ত মরাদেহ উদ্ধার

ঝিনাইদহের শৈলকুপা মধ্যপাড়ায় দীর্ঘদিনের পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে শনিবার রাতে মোঃ সোলাইমান (১৮) নামে এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। সে ঐ গ্রামের মোঃ মুতালেব হোসেনের ছেলে। স্থানীয়রা জানান, শনিবার রাত আনুমানিক ৯◌ঃ৩০ মিনিটের সময় মধ্যপাড়া কুমার নদীর পাশে একটা পরিত্যক্ত বাড়িতে ঝুলন্ত অবস্থায় তাকে দেখাতে পাওয়া যায়। এরপর শৈলকুপা থানা পুলিশকে জানালে পুলিশ এসে তাকে উদ্ধার করে।। তারাবীর নামাজের আগে মসজিদে অনেকের সাথে দেখাও হয় বলে জানান স্থানীয়রা। বোনের সাথে কথা বলে জানা গেছে, সোলাইমান শনিবার তার নিজ বাড়িতে ইফতারি করে নামাজের উদ্দেশ্যে শৈলকুপা শাহি মসজিদে যায়। এরপর আর সে বাসায় ফিরে আসেনি। সোলাইমান দিনমজুরের কাজ করত। এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
শৈলকুপা থানার ওসি জাহাঙ্গীর হোসেন জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে এবং ময়না তদন্তের জন্য লাশ ঝিনাইদহ মর্গে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।

মেহেরপুর জেলা যুবলীগের মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ

মেহেরপুর জেলা যুবলীগের উদ্যোগে মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল শনিবার বিকেলে জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন পৌর কমিউনিটি সেন্টারের সামনে জনসাধারণের মাঝে করোনা সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষে মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ করেন।
করোনা মহামারীর ক্ষতির হাত থেকে গণসচেতনতায় বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন জেলা যুবলীগ।
এসময় উপস্থিত ছিলেন, কেন্দ্রীয় যুবলীগের সদস্য জাকিরুল ইসলাম জাকির, জেলা যুগ্ম যুবলীগের আহ্বায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান, সদস্য সাজেদুর রহমান সাজু, ইয়ানুস আলী, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানা, সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদ রানা, সদর থানা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ, শহর ছাত্রলীগের সভাপতি আরিফ হোসেন সহ যুবলীগের নেতাকর্মীরা।

মেহেরপুরে ব্যবসায়ীর টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ

মেহেরপুর উওর শালিকা গ্রামের মাঠের কাছ থেকে মোহর আলীর নামের এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে তিন লক্ষ টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে।
গতকাল শনিবার সন্ধ্যা সাতটার দিকে এ ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে।
জানা গেছে, মেহেরপুর উত্তর শালিকা মাঠের সিরাজপুর মোড় নামক স্থানে সবজি ব্যবসায়ী মোহর আলি নামে এক ব্যক্তি ব্যবসায় টাকা নিয়ে বাড়ি যাওয়ার সময় মাঠে ভিতর তিন থেকে চারজন ব্যক্তি দেশীয় অস্ত্র নিয়ে তার উপর হামলা চালায়।

এই সময় মোহর আলী সাথে থাকা তিনজন শ্রমিক আকাশ, ফারুক ও নাজমুল কে ভয় দেখিয়ে ছেড়ে দেয়। এরপর মোহর আলী কোন ভাবে সেখান থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলে পরবর্তীতে তার নিজ বাড়ির সামনে থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক মারধর করে। সেই সাথে তার কাছে থাকা টাকা ছিনিয়ে নেয়।
পরর্বতীতে তার সাথে থাকা শ্রমিকরা বাড়ির লোকজন কে ফোন দিয়ে ও স্থানীয় জনগণদের সঙ্গে করে নিয়ে মোহর আলীকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।
এই সময় মোহর আলীর একজন আত্মীয়র সাথে কথা বললে তিনি বলেন, মোহর আলীকে যেখানে মারধর করা হয়েছে সেখানে এর আগেও অনেক রকম ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় কিছু লোকজন এর সাথে জড়িত।
স্থানীয় কিছু যুবক আলামীন ও মিলন নামে দুইজন ব্যক্তি ও তাদের সাথে কিছু সঙ্গী ছিলো বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। এই নিয়ে পরিবারের পক্ষ থেকে মামলার প্রস্তুতি চলছে বলে জানা গেছে।

দামুড়হুদায় মানবতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন ইউএনও দিলারা রহমান

একের পর এক মানবিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান।
গতকাল শনিবার সরকার ঘোষিত লকডাউনের ৪র্থ দিনে দামুড়হুদার জয়রামপুর গ্রামের সংগ্রামী নারী গৃহবধূ পারভীনাকে ভাগ্যের চাকা ঘুরাতে সহযোগিতা করলেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান।
এসময় দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান বলেন, গতকাল ছিলো লকডাউনের চতুর্থ দিন। আর এদিন গৃহবন্দী কর্মহীন মানুষের জন্য অনন্ত মহাকালস্বরূপ। জয়রামপুর গ্রামের গৃহিনী পারভীনার বাস্তবতা যেন তারই প্রতিফলন। প্রতিবন্ধী স্বামীর সংসার, বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ী আর ছেলে এতগুলো মানুষের অন্নের সংস্থান করতে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হচ্ছে তাকে।

তার করুণ মিনতি যদি তার প্রায় বন্ধ মুদি দোকানের খাদ্য দ্রব্য কেউ কিনে দিত তবে সে আবার তার ভাগ্যের চাকা সচল করার চেষ্টা করতে পারতো।
তার মনের ইচ্ছা পূরণের জন্য উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিয়ে তার দোকান সাজিয়ে দেওয়া হলো। হয়তো এটা খুব ক্ষুদ্র প্রয়াস।
তবুও আমরা আশাবাদী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যোগের মধ্য দিয়েই সমাজের বৃহৎ পরিবর্তন হবে একদিন।
ইউএনও দিলারা রহমানের এমন মহতি উদ্যোগে তাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন উপজেলার সর্ব স্থলের জনগণ।

আলমডাঙ্গায় পুকুরে ডুবে শিশুর মৃত্যু

আলমডাঙ্গার ওসমানপুর গ্রামে পুকুরের পানিতে ডুবে আলভীন (৭) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।
গতকাল শনিবার দুপুরের দিকে ওই শিশু পানিতে নামলে সবার অজান্তে সে ডুবে যায়।
জানা গেছে, আলমডাঙ্গার ওসমানপুর গ্রামের শামীম উদ্দিনের শিশুপুত্র আলভীন বাড়ির সামনে খেলছিল। দুপুরের দিকে গোসল করতে বাড়ির পাশের পুকুরে নামে।
সবার অলক্ষে সে পানিতে ডুবে যায়। স্বজনরা তাকে খুঁজে না পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন।
পরে পুকুরে নেমে ওই শিশুর লাশ উদ্ধার করে তার স্বজনরা। এ সময় তাদের আহাজারিতে বাতাস ভারি হয়ে ওঠে।

বিকাশে প্রতারণা করে টাকা হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ রকির বিরুদ্ধে

জীবননগর উপজেলা হাসাদাহ বাজারে সুমাইয়া স্টোরে রকেটের মাধ্যমে ১৯হাজার ৩৮০ টাকা প্রতারণা করে হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ উঠেছে রকির বিরুদ্ধে।
সে হাসাদাহ মাঝপাড়ার মুসা আলীর ছেলে। প্রতারণা করে নেয়া টাকা ফেরত না দেয়ায় জীবননগর থানায় একটি প্রতারণা অভিযোগ করা হয়েছে। ভুক্তভুগী বদরুজ্জামান শ্যামল বলেন, গত শুক্রবার বিকালে রকি (২০) বলেন আপনার একটি রকেট পারসোনাল নাম্বার দেন। আমি তখন আমার ব্যবহারিত ০১৭১৩৯০৩৬৩৭ নাম্বার দিলে একটি ১৯ হাজার ৩৮০ টাকার ম্যাসেজ পায়। প্রতারক তখন নগত টাকা না নিয়ে তার ব্যবহারিত নাম্বার বিকাশ ০১৪০৬-০০৫৭৬ এই নাম্বারে ১৮ হাজার টাকা প্রদান করি।
কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যায় যে, আমার ব্যালেন্সের সহিত উক্ত ম্যাসেজের টাকার কোন মিল নেই এবং কোন টাকা নেই। পরবর্তীতে বুঝিতে পারি যে, রকি আমার মোবাইল ফোনের নাম্বার হ্যাক করিয়া প্রতারণা পুর্বক উক্ত টাকা আত্মসাত করে নিয়েছে। এই ঘটনার পর আমি রকিকে আটক করি।
পরে তার ভাই রাব্বী (২৫) এসে টাকার ব্যবস্থা করিবে এই মর্মে তাহাকে ছাড়াইয়া নিয়ে গেলেও বর্তমানে অভিযুক্তরা আমার নিকট প্রতারণা করে নেয়া টাকা ফেরত না দিয়ে উল্টো আমাকে নানা ভাবে হুমকি ধামকী দিচ্ছে।
এ বিষয়ে হাসাদাহ ক্যাম্পের এসআই কামাল হোসেন বলেন রকেটের মাধ্যমে টাকা হাতিয়ে নেয়ার একটি অভিযোগ পাওয়া গেছে, উভায়ের কাছে বিষয়টি নিয়ে কথা হয়েছে। এ বিষয়ে আইনের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ঝিনাইদহে ৩ মাদকসেবীর কারাদন্ড

ঝিনাইদহ শহরের পবহাটি ও শামিমা ক্লিনিক এলাকায় মাদক রাখা ও সেবনের দায়ে তিনজনকে কারাদন্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। দন্ডিতরা হলো ঝিনাইদহ শহরের হামদহ ৩ নং পানির ট্যাংকিপাড়ার খোন্দকার মিজানুর রহমানের ছেলে মাহবুবুরার রহমান, পবহাটি এলাকার টুলু মিয়ার ছেলে সাইফুল ইসলাম ও পরিমল কুমার অধিকারীর সুবির কুমার অধিকারী।
গতকাল শনিবার দুপুরে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জিন্নাতুল ইসলাম এ দন্ডাদেশ প্রদাণ করেন। আদালতের বিচারক জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শহরের পবহাটি এলাকায় অভিযান চালানো হয়। এসময় গাঁজা সেবনকরা অবস্থায় পরিমল ও সাইফুল ইসলামকে আটক করা হয়।
পরে আদালত বসিয়ে ওই দুই জনকে ৭ দিন করে বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ১’শ টাকা করে জরিমানা করা হয়।
অন্যদিকে ইয়াবা সেবনের সময় দুই পিচ ইয়াবা ট্যাবলেট ও এক পুরিয়া গাঁজাসহ মাহবুবকে আটক করা হয়।
পরে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে উক্ত আসামীকে ০১ বছর ১১ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ৫০০ টাকা জরিমানা করা হয়।
তবে এরা শুধু সেবকই নয় বড়মাপের দাগি ডিলার বলে এলাকাবাসি জানায়। এরা মটরসাইকেলের সামনে পুলিশ বা সাংবাদিকের স্টিকার লাগিয়ে মাদক বহন করে থাকে বলে পুলিশের কাছে অভিযোগ রয়েছে।